দৈনিক খবর

তারিখ ... 20 AUG 1993
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

শিক্ষাঙ্গনে অব্যাহত সন্ত্রাস

আইন-শৃংখলার অবনতিসহ শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস ব্যাপকভাবে বেড়ে যাওয়ায় অভিভাবকমহল দারুণ উদ্বিগ্ন। কোন্ ছাত্রের জীবন কখন কোন্ ঘটনায় বিপন্ন হয়, সেই দুর্ভাবনায় মা-বাবাকে বিনিদ্র রজনী যাপন করতে হচ্ছে। যে কোনো সময় সন্ত্রাসী চক্রের নিক্ষিপ্ত আগ্নেয়াস্ত্রের গুলী অথবা বোমার শিকার হয়ে যে কোনো ছাত্রের রক্তাক্ত দেহ মাটিতে লুটিয়ে পড়তে পারে। দেশের প্রায় সব ক'টি বিশ্ববিদ্যালয়ে ও মহাবিদ্যালয়ে ক্রমবর্ধমান সন্ত্রাসী তৎপরতার দরুন লেখাপড়ার পাট চুকিয়ে দরোজা বন্ধরাখতেহয়েছে।

শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ে ও মহাবিদ্যালয়ে নয়- এমনকি ধর্ম শিক্ষার পবিত্র অঙ্গন মাদ্রাসাগুলোতেও সন্ত্রাস ছড়িয়ে পড়ছে। সন্ত্রাসী মহল আজ সব জায়গাতেই তৎপর। গত মঙ্গলবার এক ভয়াবহ সন্ত্রাসী কার্যকলাপের দরুন ঢাকার ঐতিহ্যবাহী আলীয়া মাদ্রাসা অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করতে হয়েছে। লক্ষ্য করার বিষয় যে, ইসলাম সেবার দাবীদার জামায়াতপন্থী ইসলামী ছাত্র শিবির এবং বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের ধারক-বাহক বিএনপি সমর্থিত জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের সমর্থকদের মধ্যে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের ফলে উদ্ভূত মারাত্মক পরিস্থিতির দরুন কর্তৃপক্ষ ঢাকা আলীয়া মাদ্রাসা অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করতে বাধ্য হয়েছেন।

উক্ত সংঘর্ষে একজন হোস্টেল সুপারসহ ১৫ জন ছাত্র আহত হয়। গুরুতর আহত ৯ জন ছাত্রকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে ৭টি হাতবোমাসহ ছাত্র শিবিরের একজন কর্মীকে গ্রেফতার করেছে। প্রত্যক্ষদর্শীদের বরাত দিয়ে পত্রিকার রিপোর্টে বলা হয়, ঐদিন সকালে ছাত্রদলের কয়েকজন সমর্থক-কর্মী হোস্টেলের অতিথি কক্ষে বসে কথা বলছিল। এমন সময় ছাত্র শিবিরের কয়েকজন জঙ্গী নেতা-কর্মী অতিথি কক্ষে গিয়ে ছাত্রদল কর্মীদের উদ্দেশে অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ শুরু করে। হোস্টেলের একটি কক্ষ দখল নিয়ে ইসলামী ছাত্র শিবির ও জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের মধ্যে কয়েকদিন ধরে বিরোধ চলছিল। এরই জের হিসেবে অতিথি কক্ষে উত্তপ্ত তর্ক-বিতর্ক পরে গোটা হোস্টেলে ও মাদ্রাসায় সশস্ত্র সংঘর্ষ শুরু হয়ে যায়। সংঘর্ষের সময় অন্ততঃ ২০টি হাতবোমার বিস্ফোরণ ঘটানো হয়। সংঘর্ষকারীরা ধারালো অস্ত্রশস্ত্র ও লাঠিসোঁটা, কিরিচ, চেইন প্রভৃতি ব্যবহার করে বলে প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন। প্রায় এক ঘন্টা সংঘর্ষ চলার পর শক্তিশালী পুলিশ বাহিনী এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। পুলিশ আসার পর সন্ত্রাসীরা পালিয়ে যায়। ঘটনা সম্পর্কে ছাত্রদল আলীয়া মাদ্রাসা শাখার নেতা ন্যাসিরউদ্দীন বাদী হয়ে ছাত্র শিবিরের ১১ জন সন্ত্রাসীর বিরুদ্ধে সন্ত্রাসমূলক অপরাধ দমন আইনে লালবাগ থানায় একটি মামলা দায়ের করেছে বলে পত্রিকার রিপোর্ট সূত্রে প্রকাশ।

শেষমেষ আলীয়া মাদ্রাসার মতো ধর্মীয় শিক্ষার পবিত্র অঙ্গনেও সশস্ত্র সন্ত্রাসের অবতারণা হলো- এর চেয়ে দুঃখজনক আর কি আছে। পত্রিকার রিপোর্টগুলো বিচার-বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, ইসলামী ছাত্র শিবিরের নেতা-কর্মীদের অতি জঙ্গীপনার জন্যই ঢাকা আলীয়া মাদ্রাসায় শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ বিনষ্ট হয়ে সন্ত্রাস বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। যারা ইসলামের নামে শিক্ষাঙ্গনের পবিত্রতা বিনষ্ট করে অশান্তির সৃষ্টি করে চলেছে, তারা যে আসলে ইসলামের বিরুদ্ধাচরণে লিপ্ত রয়েছে সেটা আর ব্যাখ্যার প্রয়োজন করে না। আমরা এই সন্ত্রাসী ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়ে অবিলম্বে ঢাকা আলীয়া মাদ্রাসার মতো ধর্ম শিক্ষার পবিত্র পাদপীঠে শান্তি-শৃঙ্খলা ও শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে সংশ্লিষ্ট মহলগুলোর কাছে আবেদন জানাচ্ছি।